BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

কমিকস

হুমায়ূন আহমেদের গল্প অবলম্বনে

নিউটনের ভুল সূত্র

আঁকা : শুভ

সূত্র : নির্বাচিত গল্পসমগ্র
হুমায়ূন আহমেদ
প্রকাশক : কাকলী প্রকাশনী

রূপেশ্বর নিউ মডেল হাইস্কুলের সায়েন্স টিচার অমর নাথ পাল (বিএসসি অনার্স, গোল্ড মেডেল) খুবই সিরিয়াস ধরনের শিক্ষক। তাঁর পকেটে একটা গোল ঘড়ি থাকে। ক্লাসে ঢোকার আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে সময় দেখে নেন তিনি। ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ার পর আবার ঘড়ি বের করে সময় দেখেন। তখন তাঁর ভুরু কুঁচকে গেলে বুঝতে হবে, ঘণ্টা ঠিকমতো পড়েনি, দু-এক মিনিট এদিক-ওদিক হয়েছে। ছাত্ররা আড়ালে তাকে ডাকে 'ঘড়িস্যার'।

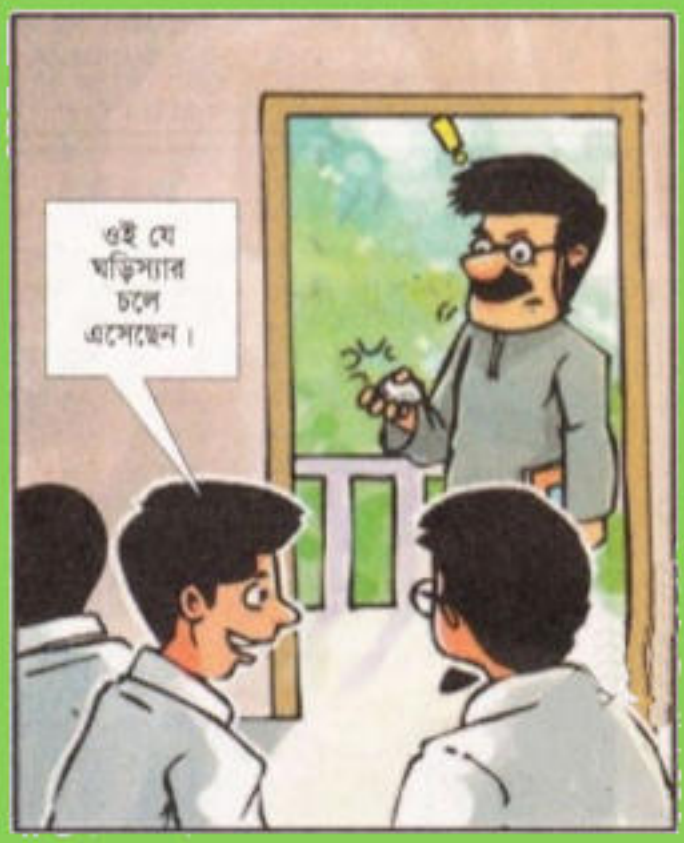

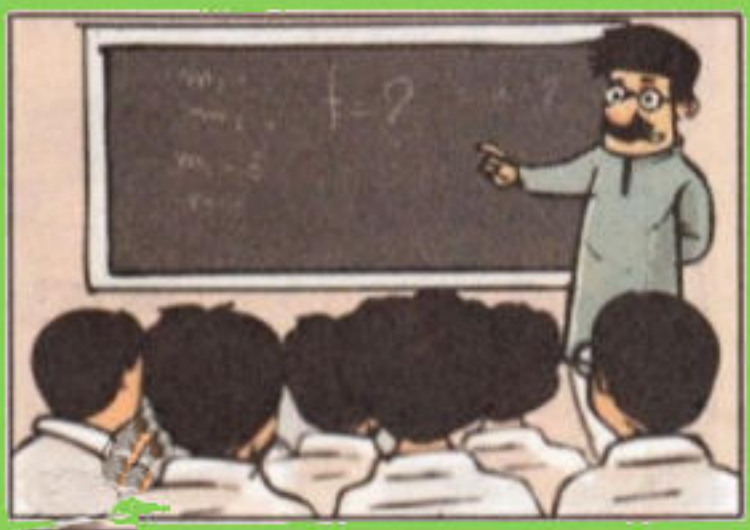

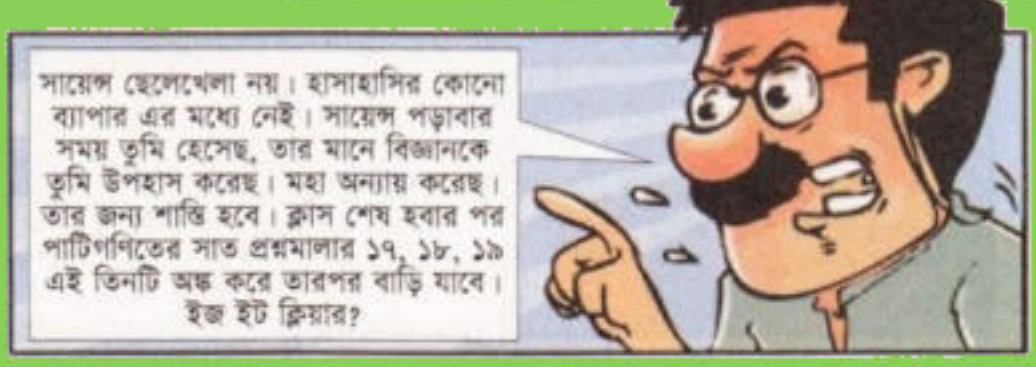

সায়েন্সকে এতই ভালোবাসেন যে নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের সহ্য করতে পারেন না অমর বাবু। তাদের ছেড়ে স্কুলের দোতলার একটা ঘরেই থাকেন তিনি...

অমর বাবু ভালো মানুষ। কারও সাতে পাঁচে নেই। তবে তিনি অমিশুক, কথাবার্তা প্রায় বলেনই না। ঠাট্টা-তামাশাও পছন্দ করেন না। আরেক শিক্ষক ইদরিস আলী মাঝেমধ্যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করেন, তিনি কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকেন...

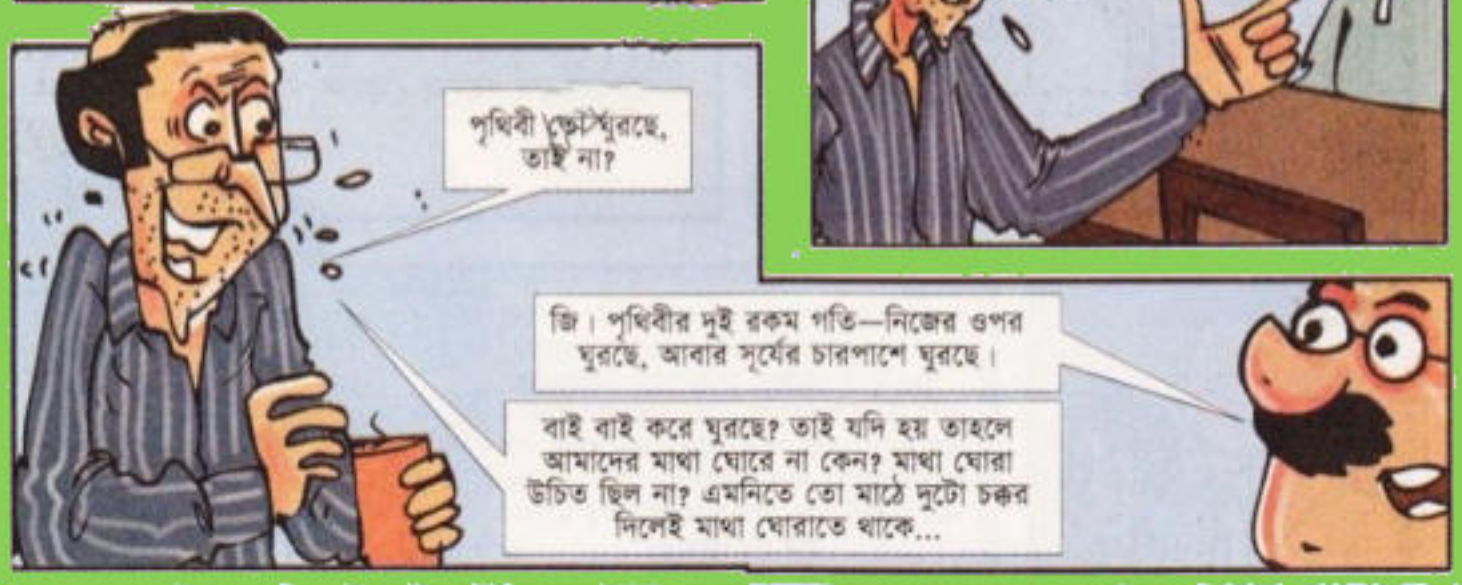

টিচার্স রুম থেকে বেরিয়ে পড়েন অমর বাবু। ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। ঘণ্টা পড়ার আগেই ক্লাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে অমর বাবুকে। এই তাঁর নিয়ম। পৃথিবী কোনো কারণে হঠাৎ উল্টে গেলেও নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না...

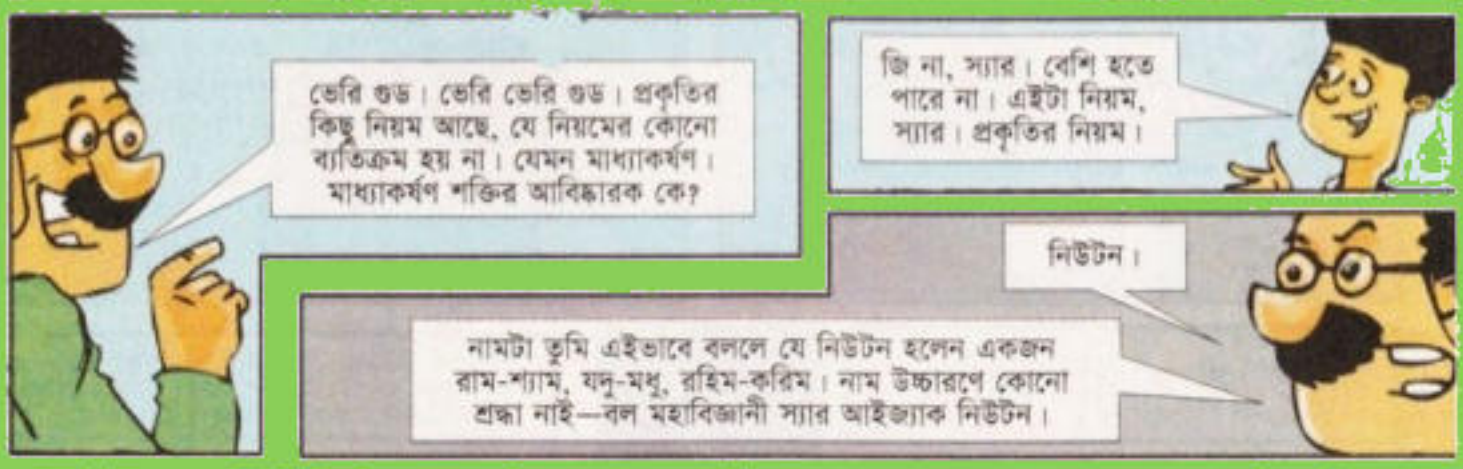

মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন

একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীর নাম অশ্রদ্ধার সঙ্গে বলার জন্য তোমার শাস্তি হবে। ক্লাস শেষ হলে পাটিগণিতের ১২ নম্বর প্রশ্নমালার ২১ আর ২২ নম্বর অঙ্ক দুটো করে তারপর বাড়ি যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার?

ছাত্রদের অশ্রদ্ধা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল অমর বাবুর। মনকে শান্ত করতে স্কুলের লাইব্রেরিতে বসে কিছুক্ষণ বই পড়লেন তিনি। লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ছেন অমর বাবু। বইয়ের নাম *বিজ্ঞানী নিউটনের জীবন কথা*।

বাবা, মা বলছিলেন, অনেক দিন আপনি বাড়িতে যান না। মায়ের শরীরটা ভালো না। জ্বর।

ডাক্তার ডেকে নিয়ে যা। আমাকে বলছিস কেন? আমি কি ডাক্তার?

আরেকটু ভালো ব্যবহার করলেই হতো... এতটা কঠিন হবার প্রয়োজন ছিল না...

রাতে ঝেঁপে বৃষ্টি নামল...

শীত শীত লাগছিল। অমর বাবু গায়ে চাদর জড়াবেন কি না যখন এমনটা ভাবছেন, তখন শরীরটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে হালকা হয়ে উঠল তার...

হে ঈশ্বর! দয়া কর! দয়া কর!
হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হলো। অমর বাবু ধপ করে নিচে পড়লেন। ব্যথাও পেলেন খানিকটা।
ধপাস
অমর বাবু ভয়ে দ্রুত চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।
এক ঘুমে রাত পার করার পর অমর বাবুর ঘুম যখন ভাঙল, তখন চারদিকে সূর্যের কড়া আলো। রোদ উঠে গেছে। জীবনে এই প্রথম সূর্য ওঠার পর ঘুম ভাঙল অমর বাবুর।
সকালে টিচার্স রুমে...
অমর বাবুর শরীর খারাপ নাকি...দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ। গায়ে জ্বর আছে? রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল?
ঘুম হয়েছে। তবে দুঃস্বপ্ন দেখেছি।...দেখলাম শূন্যে ভাসছি। ঠিক স্বপ্নও না...মনে হয় জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি।

ADCOMM 2013

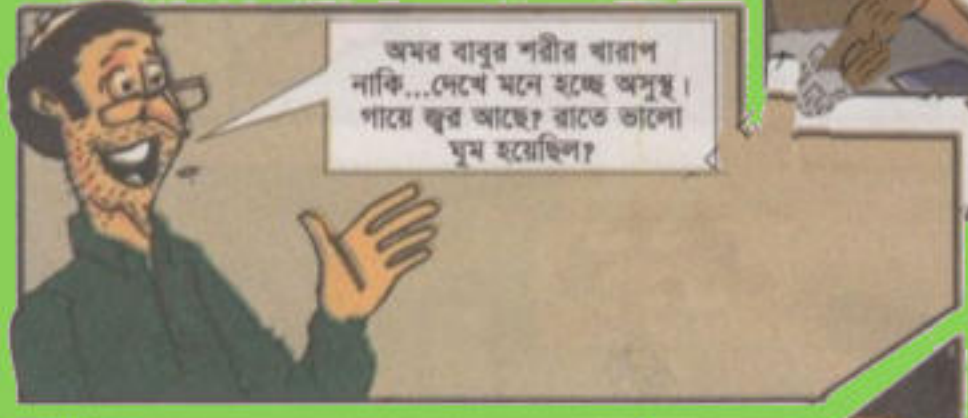

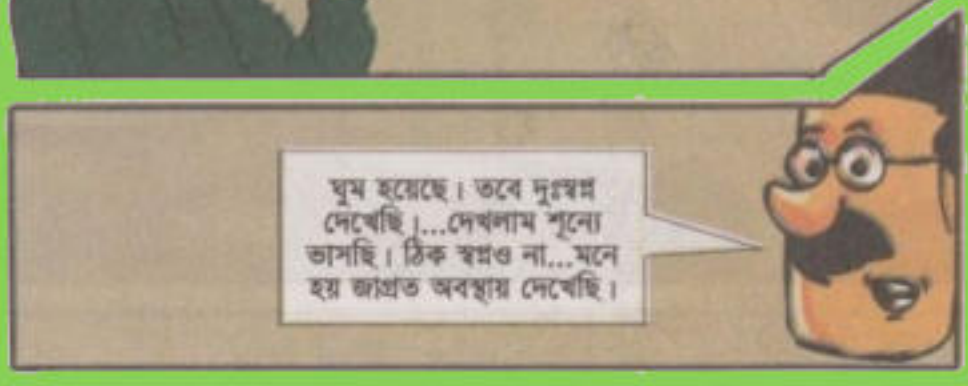

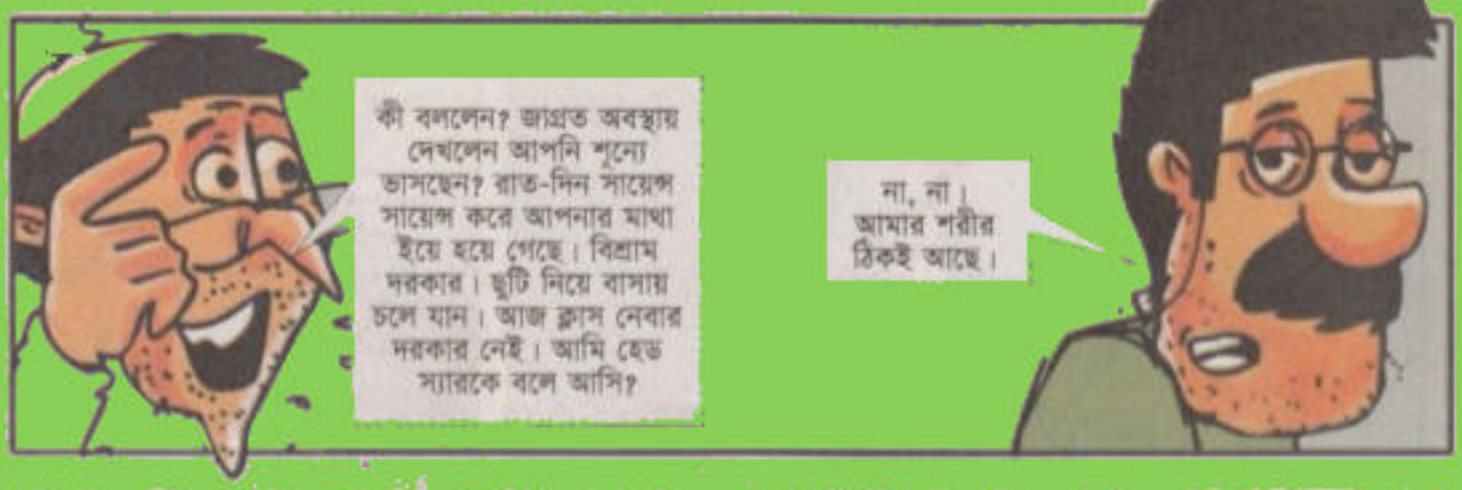

কী বললেন? জাগ্রত অবস্থায় দেখলেন আপনি শূন্যে ভাসছেন? রাত-দিন সায়েন্স সায়েন্স করে আপনার মাথা ইয়ে হয়ে গেছে। বিশ্রাম দরকার। ছুটি নিয়ে বাসায় চলে যান। আজ ক্লাস নেবার দরকার নেই। আমি হেড স্যারকে বলে আসি?
না, না। আমার শরীর ঠিকই আছে।
অমর বাবু যথারীতি ক্লাসে গেলেন। আলোর বৈশিষ্ট্য পড়ানোর কথা থাকলেও তিনি পড়াতে লাগলেন মাধ্যাকর্ষণ...
দুটি বস্তু আছে...একটির ভর m1, অন্যটির ভর m2. তাদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে r. তাহলে মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণ হবে...বাবারা কী বলছি বুঝতে পারছ? যদি কেউ বুঝতে না পার তাহলে হাত তোলো।
অদ্ভুত ব্যাপার! ঘড়িস্যার আজ ঘড়ি দেখলেন না!
রাতে বিছানায় শোয়ামাত্র আবারও সেই ঘটনা ঘটল...ধীরে ধীরে শূন্যে উঠতে লাগলেন অমর বাবু।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমার ওপর কাজ করছে না। আমার ভর কি শূন্য? একটা মানুষের ভর হঠাৎ শূন্য হতে পারে না। এর ব্যাখ্যা কী?

পাঞ্জাবি নিচে পড়ে গেছে। তার মানে অন্তত এই ব্যাপারটির সঙ্গে শুধু আমিই জড়িত। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যদি f হয়, তাহলে...

সকালে হেড স্যারের রুমে

আপনার মেয়ে অতসী গতকাল আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করছিল। আপনি বাড়িতে থাকেন না...এই নিয়ে বেচারির মনে খুব দুঃখ। যদি অসুবিধা না থাকে, আপনার সমস্যাটা আমাকে বলুন। ইদরিস সাহেব স্বপ্নের কথা কী সব বলছিলেন?

বিজ্ঞানের সূত্র মিলছে না, স্যার। স্যার আইজ্যাক নিউটনের সূত্র...মাধ্যাকর্ষণ সূত্র।

আপনার ধারণা সূত্রটা ভুল? আপনি বাড়ি চলে যান। আপনাকে ১০ দিনের ছুটি দিয়ে দিলাম। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মাঝেমধ্যে মানুষের মাথা এলোমেলো হয়ে যায়।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন অমর বাবু

জ জ জ

অমর বাবু বাড়ি গেলেন না। টিচার্স রুমে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। নিউটনের সূত্র নতুনভাবে লিখলেন। ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে চিঠি লিখলেন পদার্থবিদ্যার চেয়ারম্যানকে।

ছুটির পুরো ১০ দিনই নিজের ঘরে কাটালেন অমর বাবু। রোজ একই ঘটনা ঘটতে লাগল। খেয়ে-দেয়ে ঘুমাতে যান, মধ্যরাতে উঠে দেখেন শূন্যে ভাসছেন। নিচে নামতে পারেন না। কীভাবে নামবেন, তা-ও জানেন না। বাকি রাত কাটে না ঘুমিয়ে। পদার্থবিদ্যার চেয়ারম্যান মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে বললেও পাত্তা দিলেন না অমর বাবু। কারণ, তিনি জানেন ঘটনা সত্য। তিনি প্রমাণ করেও দেখেছেন। ছাদে চক দিয়ে লিখেছেন, 'হে পরম পিতা ঈশ্বর, তুমি আমাকে দয়া করো। তোমার অপার রহস্যের খানিকটা আমাকে দেখতে দাও। আমি অন্ধ, আমাকে পথ দেখাও। জ্ঞানের আলো আমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত করো। পথ দেখাও পরম পিতা।'

সকালে ঘুম থেকে উঠে অমর বাবু দেখলেন, চৌকি আগের জায়গায় নেই। ঘরের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় চলে এসেছে...

অমর বাবু আবিষ্কার করলেন, শূন্যে ভাসার ব্যাপারটি দিনে নয়, শুধু রাতে ঘটে এবং তিনি একা থাকলেই ঘটে। অন্য কারও সামনে ঘটে না।

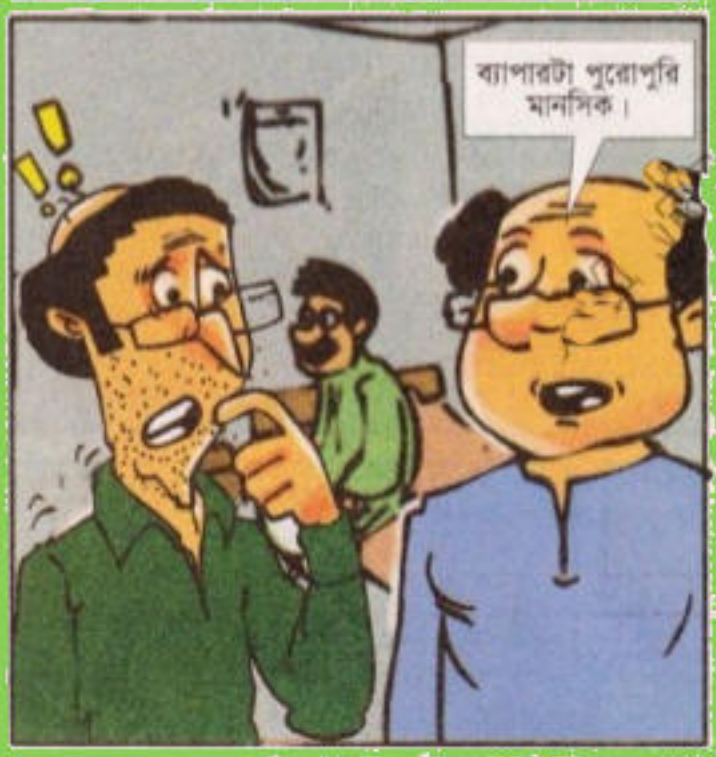

অমর বাবু সেদিনই বাড়ি ফিরে এলেন। মেয়ে অতসী তাঁকে দেখে কাঁদতে লাগল।

অমর বাবু ঢাকার মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে গেলেন

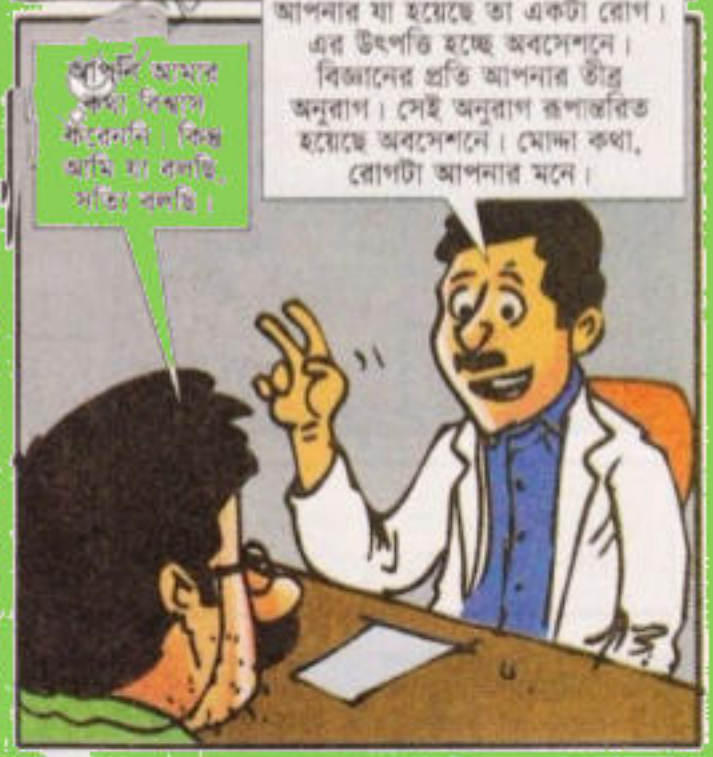

অমর বাবু রূপেশ্বরে ফিরে এলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মাথা খারাপের সব লক্ষণ একে একে দেখা দিতে লাগল। বিড়বিড় করে কথা বলেন, একা একা হাঁটেন।

অনেক রকম চিকিৎসা করেও কোনো লাভ হলো না। বরং লক্ষণগুলো আরও প্রকট হওয়া শুরু করল। রাতে তিনি বিভিন্ন ছাত্রের বাড়ি গিয়ে নিউটনের সূত্র জানতে চান।

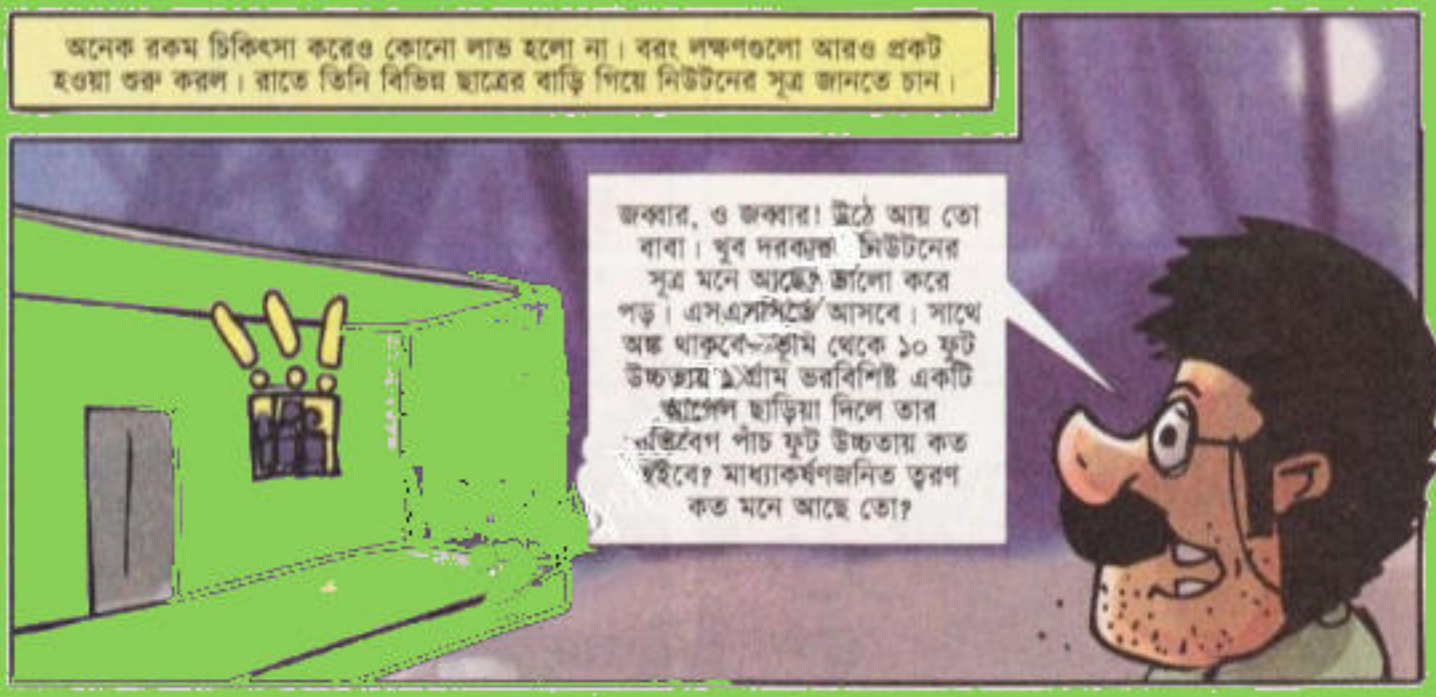

আমাদের সমাজ পাগলদের প্রতি খুব নিষ্ঠুর আচরণ করে। অমর বাবুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না...

পৌষের শুরু। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে।

অমর বাবু, কী করছেন? বাসায় গিয়ে ঘুমান।

বাদুড়গুলোর সঙ্গে কথা বলছিলাম, স্যার। এদের সঙ্গে কথা বললে মনটা হালকা হয়। ওদের নিউটনের সূত্রগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম...ঘুম আসে না, স্যার!

শীত পেরিয়ে বর্ষা এল। অমর বাবু লোকালয় প্রায় ত্যাগ করলেন। তাঁকে মানুষ নয়, মনে হয় প্রেতবিশেষ। মানুষ দেখলে কামড়াতে আসেন। এক পোস্টমাস্টারকে গলা টিপে প্রায় মারতে বসেছিলেন। এখন সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলে। ...দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেল। কার্তিক মাসের রাত। হেড স্যার শুয়ে পড়েছেন। এমন সময় হঠাৎ ডাক এল বাইরে থেকে...

স্যার, স্যার, স্যার জেগে আছেন?

কে? অমর?

খবরদার! তুমি বেরোতে পারবে না। পাগল মানুষ...কি না কি করে বসে...ঘুমাও!

স্যার, দেখুন আমি ভাসছি।

হেড স্যার বাইরে এসে বিস্মিত হয়ে দেখলেন...

সমাপ্ত

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com